খাদ্যবান্ধব কর্মসূচি নীতিমালা, ২০১৭

১.০ ভূমিকা ঃ

১.১ ২০০৬ সালে প্রণীত জাতীয় খাদ্য নীতিতে সকল সময়ে দেশের সকল মানুষের জন্য নির্ভরযোগ্য খাদ্য নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিত করার কথা বলা হয়েছে; টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ঠে (এসডিজি) 'নো পোভারটি' ও 'জিরো হাঙ্গার' অর্জনের প্রত্যয় ঘোষিত হয়েছে এবং ৭ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় দারিদ্র দূরীকরণের অভিপ্রায় ব্যক্ত করা হয়েছে। এ লক্ষ্য, প্রত্যয় ও অভিপ্রায় অর্জনের জন্য এবং পল্লি অঞ্চলের দরিদ্র জনসাধারণকে স্বল্পমূল্যে খাদ্য সহায়তা প্রদান ও পুষ্টি নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে সরকারি বিতরণ ব্যবস্থায় খাদ্যবান্ধব কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। এ কর্মসূচির আওতায় ইউনিয়ন পর্যায়ে ৫০ লাখ হতদরিদ্র পরিবারকে শুভেচ্ছা মূল্যে খাদ্যশস্য বিতরণের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে;

১.২ এ কর্মসূচির সুবিধাভোগী নির্বাচনের লক্ষ্যে ইতিপূর্বে উপজেলা পর্যায়ের একজন কর্মকর্তাকে সভাপতি ও ইউনিয়ন পরিষদ সচিবকে সদস্য-সচিব করে ইউনিয়ন সুবিধাভোগী তালিকা প্রণয়ন কমিটি এবং উপজেলা নির্বাহী অফিসারকে সভাপতি ও উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রককে সদস্য- সচিব করে তালিকা যাচাই কমিটি গঠন করা হয়।

১.৩ এ উদ্দেশ্যে ২০১৬ সালে প্রণিত নীতিমালা বাতিল করে কার্যক্রম আরও সুসংহত এবং সময়োপযোগী করার জন্য 'খাদ্যবান্ধব কর্মসূচি নীতিমালা, ২০১৭' প্রণয়ন করা হলো।

২.০ সুবিধাভোগী পরিবার বাছাই ঃ

২.১ ইউনিয়ন পর্যায়ে বসবাসরত নিম্ন আয়ের দরিদ্র জনসাধারণের মধ্যে থেকে হতদরিদ্র পরিবার সম্পর্কিত পরিসংখ্যান ব্যুরোর তথ্য এবং ত্রাণ ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়ের উপজেলা দপ্তরে সংরক্ষিত ডিপি (ড্রিস্টেস প্রাইওরিটি) লিস্ট ইত্যাদি বিবেচনা করে সরকার কর্তৃক নির্ধারিত সংখ্যক পরিবারকে নির্বাচন করে খাদ্যবান্ধব কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

২.২ নির্বাচিত পরিবারকে ইউনিয়নের স্থায়ী বাসিন্দা হতে হবে এবং পরিবার প্রধানের জাতীয় পরিচয়পত্র থাকতে হবে।

২.৩ নিম্নের অনুচ্ছেদে বিবৃত মানদন্ডের ভিত্তিতে পরিবারকে চিহ্নিত করতে হবে ঃ

২.৪ যাদেরকে অর্ন্তভূক্ত করা যাবে ঃ

(১) গ্রামে বসবাসরত সবচেয়ে হতদরিদ্র পরিবারঃ ভূমিহীন, কৃষি শ্রমিক, দিনমজুর, ভিক্ষুক প্রভৃতি;

(২) বিধবা/তালাকপ্রাপ্তা/স্বামী পরিত্যাক্তা/অস্বচ্ছল বয়স্ক নারী প্রধান পরিবার এবং যে সব দুঃস্থ পরিবারে শিশু বা প্রতিবন্ধি রয়েছে তারা অগ্রাধিকার পাবে;

২.৫ যাদেরকে অর্ন্তভূক্ত করা যাবে না ঃ

(১) স্বচ্ছল ও অবস্থাপন্ন পরিবার/ব্যক্তিদেরকে তালিকাভূক্ত করা/রাখা যাবে না;

(২) একই পরিবারের একাধিক ব্যক্তিকে তালিকাভুক্ত করা/রাখা যাবে না;

(৩) ভিজিডি কর্মসূচির সুবিধাপ্রাপ্তদেরকে তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা/রাখা যাবে না।

৩.০ সুবিধাভোগীদের তালিকা প্রণয়ন ও প্রকাশ ঃ

৩.১ সুবিধাভোগীর তালিকা পরিশিষ্টে সংযুক্ত ছক অনুযায়ী মোবাইল নম্বরসহ (যদি থাকে) (**পরিশিষ্ট-১**) এবং ইউনিকোডে 'নিকষ' ফন্ট ব্যবহার করে মাইক্রোসফট এক্সেলে তালিকার সফ্ট কপি প্রণয়ন করতে হবে। ইউনিয়নভিত্তিক প্রণীত তালিকা উপজেলা নির্বাহী অফিসারের ওয়েবসাইটে/তথ্য বাতায়নে খাদ্য বিভাগের নির্ধারিত ওয়েবপেইজে আপলোড করতে হবে;

৩.২ খাদ্য অধিদপ্তর সফ্ট কপি সংগ্রহ করে সুবিধাভোগীদের ডাটাবেইজ প্রণয়ন ও সংরক্ষণ করবে;

৩.৩ সাধারণ মানুষের অবলোকন ও যাচাইয়ের জন্য ডিলারভিত্তিক প্রণীত তালিকা লেমিনেশন করে ডিলারের দোকানে টাঁঙ্গিয়ে রাখতে হবে এবং তালিকা বই আকারে বাঁধাই করে ইউনিয়ন পরিষদ ভবনে রাখতে হবে;

৩.৪ সুবিধাভোগীদের তালিকা সম্পর্কে কোন অভিযোগ থাকলে তা উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউএনও) ও উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক (ইউসিএফ) কে টেলিফোন, এসএমএস, ই-মেইল এবং সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যম অবহিত করা যাবে। তাদের দপ্তরে অভিযোগ বাক্স স্থাপন করতে হবে;

৩.৫ কোন কার্ড বাতিল, সংশোধন ও সংযোজন করা হলে সাথে সাথে ডাটাবেইজ হালনাগাদ করতে হবে;

৩.৬ তালিকা প্রণয়ন ও লেমিনেশন করার জন্য খাদ্য অধিদপ্তর হতে উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকের অনুকূলে বাজেট বরাদ্দ করা হবে।

৪.০ প্রণীত তালিকা সংশোধন ও সংযোজন এবং খাদ্যশস্য বিতরণ পরিবীক্ষণ কমিটি ঃ-

৪.১ ইতোপূর্বে প্রণীত তালিকা সংশোধন, নতুন সুবিধাভোগীর তালিকাভূক্তি এবং খাদ্যশস্য বিতরণ পরিবীক্ষণের জন্য নিম্নরূপভাবে ইউনিয়ন ও উপজেলা এবং জেলা কমিটি গঠন করা হলো ঃ-

ক. ইউনিয়ন খাদ্যবান্ধব কমিটি

(১) ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান	- সভাপতি;
(২) ইউনিয়ন পরিষদের সকল সদস্য	- সদস্য;
(৩) ১ জন গণ্যমান্য ব্যক্তি	- সদস্য;
(৪) সচিব, ইউনিয়ন পরিষদ	- সদস্য-সচিব।

ইউএনও গণ্যমান্য ব্যক্তি ও সিটিজেন জার্নালিজম গ্রুপের প্রতিনিধি মনোনয়ন করবেন।

কমিটির কার্যপরিধি ঃ

(১) তালিকায় অন্তর্ভুক্ত অনুপোযুক্ত পরিবার বাতিল, প্রকৃত হতদরিদ্রদের অন্তর্ভুক্তি ও সুবিধাভোগীর সংখ্যা বৃদ্ধি হলে ওয়ার্ডভিত্তিক দারিদ্রের প্রকোপ, দুঃস্থতা ইত্যাদি বিবেচনায় পরিবার নির্বাচন এবং অনুমোদনের জন্য উপজেলা কমিটির নিকট উপস্থাপন;

(২) খাদ্যশস্য উত্তোলন হতে সুবিধাভোগীদের মধ্যে বিতরণ পর্যন্ত কার্যক্রম পরিবীক্ষণ;

(৩) ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারে তালিকা প্রকাশ;

(৪) বিবিধ।

খ. উপজেলা খাদ্যবান্ধব কমিটি ঃ-

(১) মাননীয় সংসদ সদস্য	- প্রধান উপদেষ্টা;
(২) উপজেলা চেয়ারম্যান	- উপদেষ্টা;
(৩) উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা	- সভাপতি;
(৪) উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা	- সদস্য;
(৫) উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা	- সদস্য;
(৬) উপজেলা পরিসংখ্যান কর্মকর্তা	- সদস্য;
(৭) উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা	- সদস্য;
(৮) উপজেলা প্রজেক্ট ইমপ্লিমেনটেশন অফিসার	- সদস্য;
(৯) ১ জন সিটিজেন জার্নালিজম গ্রুপের প্রতিনিধি (সভাপতি কর্তৃক মনোনীত)	- সদস্য;
(১০) উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক/খাদ্য পরিদর্শক	- সদস্য-সচিব।

কমিটির কার্যপরিধি ঃ-

(১) দারিদ্রের প্রকোপ, দুঃস্থতা বিবেচনায় ইউনিয়নভিত্তিক সুবিধাভোগীদের সংখ্যা বিভাজন;
(২) ইউনিয়ন কমিটি কর্তৃক প্রণীত তালিকা যাচাই-বাছাই করে অনুমোদন;
(৩) ডিলার নিয়োগ এবং ডিলারশিপ বাতিল অনুমোদন;
(৪) সপ্তাহিক বিক্রয়ের দিন/বার নির্ধারণ;
(৫) প্রয়োজনে ডিলারশীপ কেন্দ্রের অবস্থান পুনঃনির্ধারণ;
(৬) খাদ্যশস্য বিতরণ কার্যক্রম পরিবীক্ষণ।

গ. জেলা খাদ্যবান্ধব মনিটরিং কমিটি ঃ

(১) জেলা প্রশাসক	- সভাপতি;
(৩) উপ-পরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর	- সদস্য;
(৪) জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা	- সদস্য;
(৫) জেলা ত্রাণ ও পুর্নবাসন কর্মকর্তা	- সদস্য;
(৬) উপ-পরিচালক, সমাজসেবা/জেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা	- সদস্য;
(৭) ২ জন স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তি (জেলা প্রশাসক কর্তৃক মনোনীত)	- সদস্য;
(৮) জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক	-সদস্য-সচিব।

কমিটির কার্যপরিধি ঃ-

(১) কর্মসূচীর সার্বিক পরিবীক্ষণ;
(২) কর্মসূচী বাস্তবায়নে উদ্ভূত সমস্যা সমাধান; ও
(৩) জেলা উন্নয়ন ও সমন্বয় কমিটির সভায় আলোচনা।

৫.০ কার্ড বাতিল ও ইস্যু প্রক্রিয়া ঃ

৫.১ এ নীতিমালায় গঠিত ইউনিয়ন কমিটি পূর্বের তালিকা যাচাই-বাছাই করবে এবং তালিকায় অন্তর্ভূক্ত অযোগ্য পরিবারের কার্ড বাতিল, বঞ্চিতদের অন্তর্ভূক্তি ও সুবিধাভোগীদের সংখ্যা বৃদ্ধি হলে নতুন ভোক্তাদের নাম অন্তর্ভূক্তির জন্য উপজেলা কমিটির নিকট সুপারিশ করবে;

৫.২ উপজেলা কমিটি, ইউনিয়ন কমিটির সুপারিশ যাচাই-বাছাই করে, অনুমোদন প্রদান করবে এবং কমিটির সদস্য সচিব উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক/খাদ্য পরিদর্শক প্রযোজ্য ক্ষেত্রে কার্ড বাতিল ও নতুন কার্ড ইস্যু করবে। ইস্যুকৃত নতুন কার্ড সরাসরি বা প্রয়োজনে সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন সচিবের মাধ্যমে ভোক্তাদের মধ্যে বিতরণ নিশ্চিত করবে। উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক এ বিষয়ে রেজিষ্ট্রার সংরক্ষন করবেন;

৫.৩ কার্ডের উপরে ডানদিকে ভোক্তার ছবি সংযুক্ত করতে হবে এবং কার্ডের সকল ফিল্ড পূরণ করতে হবে;

৫.৪ কার্ডের অপর পৃষ্ঠায় 'বিঃ দ্রঃ কার্ড হস্তান্তরযোগ্য নহে, প্রদেয় খাদ্যশস্য কার্ডধারীর ব্যবহারের জন্য' বাক্যটি মুদ্রণ করতে হবে;

৫.৫ খাদ্য অধিদপ্তর হতে কার্ড সরবরাহ না করা হলে জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক স্থানীয়ভাবে কার্ড ছাপিয়ে নিতে পারবেন।

৬.০ পরিবার প্রতি খাদ্যশস্য বরাদ্দ, মূল্য ও বিক্রয় দিবস ঃ

৬.১ নির্বাচিত প্রতিটি পরিবারকে মাসে ৩০ কেজি চাল সরকার নির্ধারিত মূল্যে সরবরাহ করা হবে;

৬.২ সুবিধাভোগীদেরকে ৩০ কেজি ধারণক্ষম বস্তায় চাল সরবরাহ করা হবে। বস্তার মুখ মেশিনে সেলাইকৃত হতে হবে;

৬.৩ সাধারণভাবে সরকার ঘোষিত শুভেচ্ছা মূল্যে পল্লি অঞ্চলে কর্মাভাবকালীন সময়ে অর্থাৎ সেপ্টেম্বর, অক্টোবর ও নভেম্বর এবং মার্চ ও এপ্রিল ০৫ (পাঁচ) মাস খাদ্যশস্য বিতরণ করা হবে;

৬.৪ চালের এক্স-গুদাম ও বিক্রয় মূল্য এবং পরিচালন ব্যয় সরকার সময় সময় নির্ধারণ/পুনঃনির্ধারণ করবে;

৬.৫ সপ্তাহের রবি থেকে বৃহস্পতিবার পর্যন্ত ০৫ দিনের মধ্যে যে কোন ৩ দিন/বার খাদ্যশস্য বিতরণ করা হবে। উপজেলা কমিটি হাট ও বাজার অনুসারে যে কোন ৩ দিন/বার নির্ধারণ করে দিবেন।

৭.০ প্রচার ঃ

৭.১ মার্চ ও সেপ্টেম্বর মাসে বিক্রয় শুরুর পূর্বে প্রচারের ব্যবস্থা করতে হবে;

৭.২ স্থানীয় পত্রিকা/স্থানীয় ক্যাবল টিভি নেটওয়ার্ক এর নিজস্ব চ্যানেলে স্ক্রল/বিজ্ঞাপন দিয়ে প্রচারের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। এছাড়া ইউনিয়ন পরিষদ ভবনে, ইউএনও এবং ইউসিএফ দপ্তরে দৃশ্যমান জায়গায় বড় হরফে নোটিশ টাঁঙ্গিয়ে রাখা যেতে পারে।

৮.০ ডিলার নিয়োগ ঃ

৮.১ উপজেলা কমিটি প্রতি ইউনিয়নে গড়পরতা প্রতি ৫০০ (পাঁচশত) জন সুবিধাভোগী পরিবারের জন্য ০১ (এক) জন করে ডিলার নিয়োগের অনুমোদন করবে। কোন ইউনিয়নে প্রয়োজনীয় সংখ্যক ডিলার পাওয়া না গেলে পার্শ্ববর্তী ইউনিয়নের ডিলারের মাধ্যমে কার্যক্রম পরিচালনা করা যাবে;

৮.৩ ডিলার নিয়োগে নিম্নোক্ত প্রক্রিয়া অনুসরণ করতে হবে ঃ

(ক) বিজ্ঞপ্তি প্রদান করে ও যোগ্যতা যাচাই করে ডিলার নিয়োগ করতে হবে;

(খ) আবেদনকারীর ইউনিয়নের বড় হাটে বা বাজারে নিজস্ব/ভাড়ায় দোকান থাকতে হবে;

(গ) কোন ওয়ার্ডে বাজার বা হাট না থাকলে সুবিধাভোগীদের সুবিধা বিবেচনা করে বিক্রয় স্থান নির্ধারণ করা যাবে;

(ঘ) আবেদনকারীর দোকানের মেঝে পাকা হতে হবে এবং খাদ্যশস্য নিরাপদ ও স্বাস্থ্যসম্মতভাবে সংরক্ষণের উপযোগী হতে হবে;

(ঙ) আবেদনকারীর দোকান/সংযুক্ত গুদামে কমপক্ষে ১৫ (পনের) মেঃ টন খাদ্যশস্য সংরক্ষণের সুব্যবস্থা থাকতে হবে;

(চ) আবেদনকারীকে আর্থিকভাবে স্বচ্ছল ও খাদ্যশস্য হিসাব সংরক্ষণে সক্ষম হতে হবে;

(ছ) খাদ্য বিভাগ কর্তৃক কালো তালিকাভূক্ত, বাতিলকৃত, সাময়িকভাবে বরখাস্তকৃত, কিংবা আদালত কর্তৃক শাস্তিপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে ডিলার নিয়োগ করা যাবে না;

(জ) একই ব্যক্তি খাদ্য বিভাগের একাধিক ডিলার হতে পারবেন না;

(ঝ) কোন সরকারি কর্মচারী কিংবা জনপ্রতিনিধি ডিলার হতে পারবেন না;

(ঞ) উপজেলা কমিটির সদস্য-সচিব নির্বাচিত ডিলারদের নিয়োগ প্রদান করবেন;

(ট) নির্বাচিত ডিলারের নিকট থেকে ২০,০০০ (বিশ হাজার) টাকা পে-অর্ডার আকারে ফেরতযোগ্য জামানত এবং ৩০০/- (তিনশত) টাকার নন-জুডিশিয়াল ষ্ট্যাম্পে অঙ্গীকারনামা গ্রহণ করতে হবে (মডেল কপি সংযুক্ত ঃ **পরিশিষ্ট-২**);

৮.৪। নির্বাচিত ডিলারকে খাদ্যশস্য ও খাদ্যসামগ্রী ব্যবসার জন্য প্রযোজ্য ফি দিয়ে ডিলার শ্রেণীর লাইসেন্স গ্রহণ করতে হবে।

৮.৫। নির্বাচিত ডিলারকে খাদ্যশস্য উত্তোলন, মজুদ, বিতরণ ও রেজিষ্ট্রার সংরক্ষণ সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে।

৮.৫। নিযুক্ত ডিলারের দোকানের সামনে নির্দিষ্ট মাপের কালো ও হলুদ রং-এ লিখিত সাইনবোর্ড টাঙ্গিয়ে রাখতে হবে।

৯.০ ডিলারশীপ বাতিল ও আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ ঃ

৯.১ এ নীতিমালার প্রযোজ্য শর্ত ও অঙ্গীকারনামার কোন শর্ত লংঘন করলে বা **দেশের প্রচলিত কোন আইন অমান্য করলে**, ডিলারশীপ বাতিল করা হবে;

৯.২ খাদ্যশস্য আত্মসাৎ বা ঘাটতি হলে অর্থনৈতিক মূল্যের দ্বিগুন হারে আদায়যোগ্য হবে এবং ডিলারের বিরুদ্ধে ফৌজদারী মামলা করা যাবে;

৯.৩ খাদ্যশস্য বিতরণ চলাকালে ডিলারশীপ বাতিল হলে বা ডিলার নির্ধারিত ৫ তারিখের মধ্যে খাদ্যশস্য উত্তোলন ও বিতরণ শুরু করতে ব্যর্থ হলে পার্শ্ববর্তী কেন্দ্রের ডিলারকে দিয়ে বা ইউনিয়ন কমিটির নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় সাময়িকভাবে খাদ্যশস্য সুবিধাভোগীদের মাঝে বিক্রয় করা যাবে।

১০.০ খাদ্যশস্য উত্তোলন ও বিতরণ ঃ

১০.১ সুবিধাভোগী পরিবারের অনুমোদিত তালিকা অনুযায়ী ডিলারকে মাসিক চাহিদার সমুদয় পরিমাণ খাদ্যশস্য মাসের ৫ তারিখের মধ্যে একদফায় উত্তোলন করতে হবে;

১০.২ সরকারি কোষাগারে ট্রেজারি চালানে টাকা জমা করে ডিলার উপজেলার গুদাম হতে নির্ধারিত তারিখের মধ্যে খাদ্যশস্যের মান যাচাই ও ওজন বুঝে নিয়ে উত্তোলন করবেন এবং বিক্রয় শুরু করবেন;

১০.৩ একই উপজেলায় একাধিক গুদাম থাকলে উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক দূরত্ব বিবেচনা করে ডিলারদেরকে গুদামভিত্তিক সংযুক্ত করে দিবেন। জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক উত্তোলনের সুবিধার্থে ডিলারকে পার্শ্ববর্তী উপজেলার নিকটবর্তী কোন গুদামেও সংযুক্ত করে দিতে পারেন;

১০.৪ গুদাম হতে খাদ্যশস্য উত্তোলনের পর ডিলার এসএমএস করে ট্যাগ অফিসার ও ইউএনও কে অবহিত করবেন;

১০.৫ ডিলারের কেন্দ্র সকাল ১০ টা হতে বিকাল ৫ টা পর্যন্ত খোলা থাকবে। তবে ভোক্তারা উপস্থিত থাকলে বিতরণ শেষ না হওয়া সময় পর্যন্ত কেন্দ্র খোলা রাখতে হবে;

১০.৬ কার্ডের বিপরীতে সুবিধাভোগীদের মাঝে স্থানীয় উপজেলা কমিটি কর্তৃক নির্ধারিত দিনে চাল বিতরণ করা হবে;

১০.৭ সুবিধাভোগী পরিবারকে মাসের বরাদ্দ ৩০ কেজি চাল এক দফায় প্রদান করতে হবে; কোন অবস্থাতেই মাসিক চাল একাধিক ভাগে বিতরণ করা যাবে না;

১০.৮ সাধারণত কার্ডধারীকে খাদ্যশস্য সরবরাহ করা হবে। সংগতকারণে কোন কার্ডধারী আসতে না পারলে তার প্রাপ্য খাদ্যশস্য বৈধ প্রতিনিধির নিকট উপস্থিত ট্যাগ অফিসার/মেম্বার/ভোক্তাদের প্রত্যয়ন সাপেক্ষে সরবরাহ করা যাবে;

১০.৯ ডিলার বিতরণকৃত ও অবিতরণকৃত খাদ্যশস্য মাষ্টাররোল ও হিসাব সংক্রান্ত রেজিষ্টার নির্বাহ করবেন;

১০.১০ ডিলার পরবর্তী মাসের চাহিদাপত্র প্রণয়ন করার সময় পূর্ববর্তী মাসের অবিক্রিত খাদ্যশস্য (যদি থাকে) সমন্বয় করবেন;

১০.১১ এপ্রিল ও নভেম্বর মাসের অবিক্রিত চাল সমন্বয়ের সুযোগ না থাকায় যে সকল সুবিধাভোগীরা চাল ক্রয় করতে পারেননি, তাদের মাঝে মে ও ডিসেম্বর মাসে বিক্রয় করা যাবে।

১১.০ খাদ্যশস্য বিক্রয় তদারকি ঃ

১১.১ উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক, উপজেলা নির্বাহী অফিসারের সংঙ্গে পরামর্শ করে, খাদ্যবান্ধব কার্যক্রম পরিচালনা ও তদারিকর ব্যবস্থা করবেন;

১১.২ প্রতিটি ডিলারের দোকান তদারকির জন্য একজন ট্যাগ অফিসার নিয়োগ করতে হবে এবং ট্যাগ অফিসারের উপস্থিতিতে খাদ্যশস্য বিক্রয় হবে;

১১.৩ নিযুক্ত ট্যাগ অফিসার প্রচলিত নিয়মে তার দপ্তর হতে টিএ/ডিএ প্রাপ্য হবেন। অনুরূপভাবে, খাদ্য বিভাগের তদারকি কর্মকর্তা প্রচলিত নিয়মে টিএ/ডিএ প্রাপ্ত হবেন।

১১.৪ দি কন্ট্রোল অফ এসেনসিয়াল কমোডিটিস এ্যাক্ট, ১৯৫৬ এর আওতায় ডিলার কেন্দ্রে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করা যাবে;

১১.৫ খাদ্য বিভাগ ও স্থানীয় প্রশাসনের যে কোন কর্মকর্তা ডিলারের কার্যক্রম তদারক করতে পারবেন;

১১.৬ ডিলার তার দোকান/গুদাম, সম্পৃক্ত রেকর্ডপত্র, মজুদ রেজিস্ট্রার ও অন্যান্য তথ্য প্রদর্শন করতে বাধ্য থাকবেন;

১১.৭ উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক সপ্তাহে কমপক্ষে ১০টি কেন্দ্র পরিদর্শন করবেন এর মধ্যে ২টি কেন্দ্রে সুবিধাভোগীদের তালিকা ও উত্তোলন ইত্যাদি পরীক্ষা করবেন এবং দৈবচয়নের ভিত্তিতে সুবিধাভোগীদের যাচাই করবেন। অনুরূপভাবে জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক মাসে কমপক্ষে ২ টি উপজেলার এবং আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক মাসে ২ টি জেলার বিতরণ কেন্দ্র পরিদর্শন করবেন;

১১.৮ উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক পরিদর্শন প্রতিবেদন জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রককে ও জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক পরিদর্শন প্রতিবেদন আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রককে এবং আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক পরিদর্শন প্রতিবেদন খাদ্য অধিদপ্তরে প্রেরণ করবেন।

১২.০ নীতিমালা পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও সংযোজন ঃ

১২.১ সরকার প্রয়োজনবোধে এ নীতিমালার যে কোন শর্ত ও বিষয়, পরিবর্তন, পরিবর্ধন এবং সংযোজন করতে পারবেন।

(মোঃ কায়কোবাদ হোসেন)
সচিব
খাদ্য মন্ত্রণালয়।

পরিশিষ্ট-২

অংগীকারনামাঃ

আমি,.....

পিতা/স্বামী.....মাতা.....

ওয়ার্ড নং..... .....পূর্ণ ঠিকানা ঃ

....

এই মর্মে অঙ্গীকার করিতেছি যে,

১. খাদ্যবান্ধব কর্মসূচী নীতিমালা, ২০১৭ এবং সময় সময় খাদ্য বিভাগের নির্দেশনা ও শর্ত অনুযায়ী নির্ধারিত মূল্যে খাদ্যশস্য তালিকা অনুযায়ী সুবিধাভোগীদের কাছে বিক্রয় করিতে বাধ্য থাকিব;
২. সরকার যে সময়, যে ধরণের এবং যে পরিমাণ খাদ্যশস্য বরাদ্দ করিবে, তাহা বিক্রয় করিতে বাধ্য থাকিব;
৩. সরকার বরাদ্দ স্থগিত করিলে কোন প্রকার আপত্তি করিব না;
৪. আমার দোকানের সম্মুখে নিম্নরূপ লেখা সম্বলিত ৬ ফুট X ৪ ফুট মাপের লাল রংয়ের সাইন বোর্ড ঝুলাইয়া রাখিব ঃ-

খাদ্য অধিদপ্তর পরিচালিত খাদ্যবান্ধব কর্মসূচির খাদ্যশস্য বিতরণ কেন্দ্র
ডিলারের নাম ঃ .....
ঠিকানা ঃ .....
সকাল ১০.০০ টা হইতে বিকাল ৫.০০ টা পর্যন্ত দোকান খোলা থাকিবে।

৫. বরাদ্দ মালামাল সময়মত উত্তোলন করিব এবং ভোক্তাদের মধ্যে বিক্রয় করিবার জন্য মজুদ রাখিব;
৬. খাদ্যশস্য বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে নির্ধারিত সময় পর্যন্ত দোকান খোলা রাখিব;
৭. চাল/গমের হিসাবপত্র নির্বাহ, নিরাপত্তা, গুণগতমান এবং পরিমাণের জন্য দায়ী থাকিব;
৮. সরকারি নির্দেশের ব্যতিক্রম কোনরূপ বিতরণ বা মালামালের ঘাটতি হইলে, ঐ পরিমাণ মালামালের জন্য অর্থনৈতিক মূল্যের দ্বিগুণ হারে অর্থ সরকারী খাতে জমা দিতে বাধ্য থাকিব;
৯. সরকারি পাওনা আদায়ের জন্য কর্তৃপক্ষ আমার জামানত বাজেয়াপ্ত করিতে পারিবেন এবং জামানত সমন্বয়ের পরও পাওনা অর্থ/ক্ষতির মূল্য আমার বা আমার অবর্তমানে আমার ওয়ারিশদের নিকট হইতে আদায় করিতে পারিবেন;
১০. যে কোন কারচুপির জন্য আমি আইনতঃ দন্ডনীয় হইব;
১১. যে কোন সময় ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/কর্মচারীকে মালামাল পরিদর্শন, বস্তা যাচাই ও হিসাব পরীক্ষার জন্য সহযোগিতা করিতে বাধ্য থাকিব;
১২. অত্র অঙ্গীকারনামার কোন শর্ত ভংগ হইল কর্তৃপক্ষ যে কোন সময় বিনা নোটিশে আমার বরাদ্দ বাতিল বা সাময়িকভাবে স্থগিত বা ডিলারশীপ বাতিল করিতে পারিবেন।

ডিলারের স্বাক্ষর ঃ ..... তাং- .....

দোকানের নাম ঃ..... দোকানের ঠিকানা ঃ .....

স্বাক্ষী-১০ ঃ	**স্বাক্ষী-২০ ঃ**
স্বাক্ষর ঃ	স্বাক্ষর ঃ.....
নাম ঃ.....	নাম ঃ.....
ঠিকানা ঃ.....	ঠিকানা ঃ .....

পরিশিষ্ট-১

জেলাঃ খুলনা উপজেলা ঃ ফুলতলা

ক্রঃ নং	নাম	পিতা/স্বামীর নাম	পুরুষ/ মহিলা	পেশা	গ্রাম	ওয়ার্ড	ইউনিয়ন	জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বর	ভোক্তার মোবাইল নং	সংযুক্ত ডিলারের নাম	ডিলারের মোবাইল নং
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
১০০	মোঃ আব্দুল হালিম	মোঃ করিম	পুরুষ	রিক্সা চালক	ছিলাদী	০৩	ঘাগড়া	১২৩৪৫৬৭৮৯০১২৩	01xxxxxxxx	মোঃ খলিল	০1xxxxxxxx